প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি

ড. প্রতাপ চন্দ্র রায়

সামাজিক দাবী ও ধর্মশাস্ত্র

ড. অনুপ প্রামাণিক*

মানুষ সমাজবদ্ধজীব। সেই স্মরণাতীত সুপ্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে বাস করতো তখনই মানুষ নিজেদের নিরাপত্তা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমাজ জীবনকে বেছে নিয়েছে। হিংস্র বন্য প্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে গেলে এবং প্রাকৃতিক ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, খরা হতে পরিত্রাণ পেতে গেলে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসই রক্ষাকবচ। ব্যাক্তিগতভাবে ঠিক সিদ্ধান্ত সবসময় নেওয়া যায় না, তাই সমষ্টিগতভাবে চিন্তা ভাবনা করে কর্তব্য নির্দ্ধারণই বাঁচার উপায় এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব শৃঙ্খলিত সমাজবদ্ধতাই স্বীকার করেছে। এখন এই সমাজজীবনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কতকগুলি নিয়ম বা অনুশাসনকে মনেপ্রাণে মেনেনিতে হবে। সমাজ যাতে ভেঙ্গে না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতিকল্পে যে নিয়ম বা অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরে আমাদের জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সুখে শান্তিতে কাটাতে পারি এইরকম নিয়মকেই ধর্ম বলা হয়। মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় গিয়ে ভগবানের পুজা করা নামজপ করাই ধর্ম নয়। কিন্তু ঐহিক সমাজ জীবনের ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতিবিধায়ক শান্তিদায়ক কর্ম গুলিই ধর্ম। আমাদের এই মানুষ্যসমাজ আমাদের সকলের কাছ হতে সুখশান্তি সমৃদ্ধির উপায় সৎকর্ম যাচ্ঞা করে। কেহই আমরা কারও নিকট হতে অপ্রীতিকর অন্যায় আচরণ আশা করি না। সমাজের প্রতিটি মানুষই ঐরকম একই আশা রাখে। ইহাই ব্যাক্তিমানব তথা সমষ্টিমানবের অর্থাৎ মনুষ্যসমাজের ঐকান্তিক দাবী। এই দাবী পুরণের উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে মনু প্রভৃতি মহামানব প্রণীত ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করতে হয়। সমাজবদ্ধ ভাবে বাঁচতে গেলে অন্ন জল বস্ত্র বাসস্থানই যথেষ্ট নয়। কলহ মুক্ত পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি শান্তি ও সুস্থিতির জন্য চাই মনের পুণ্যময় বিকাশ প্রসারতা স্বার্থপরতা শূণ্য পরিবেশ। ভালোভাবে বাঁচার জন্য মনুষ্য সমাজের ঐ দাবীর সার্থক রূপায়ণে ভগবান মনুর উদাত্ত উপদেশ —

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমঅক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্। মনুসংহিতা ৬/৯১, ৯২

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দমঃ অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীঃ, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ।

ধৃতি ঃ- ধৃতি শব্দের অর্থ সন্তোষ। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য তা পারিবারিক হোক বা সামাজিকই হোক সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তি মানবের মধ্যে চাই পরস্পর সন্তুষ্টি। অসন্তোষ সমাজ জীবনে কলহ সৃষ্টি করে। তদ্দ্বারা মানবের উন্নতি সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরিণামে তা সমাজকে ধ্বস্ত করে, ব্যক্তিজীবনকে অসুস্থ করে তোলে। কর্মে মনোযোগ নষ্ট হয়, হিংসা জাগরিত হয়। তাই সমাজ জীবনের জন্য চাই সন্তোষ যা ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় 'ধৃতি' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেবের বিপুল লোভ ছিল, যে কারণে তিনি জন্মাবধি মরণান্তকাল ধৃতি অর্থাৎ সন্তোষ লাভ করতে পারেন নি। লোভের বশে এই চাই ঐ চাই করতে করতে তাঁর

---

*অধ্যাপক। শরৎ সেন্টিনারি কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী

PRACHIN BHARATIYA SANSKRITI

EDITOR - Dr. Pratap Chandra Roy

PUBLISHER
MANBHUM SAMBAD PUBLICATION PVT. LTD.
DULMI-NADIHA, PURULIA- 723102
PRICE - RS. 450/-

ISBN 978-81-949981-3-6

9 788194 998136